আব্দুল হাকিম এম. এ. অন্যান্যরা
বনাম
মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্যরা
(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ২৩৮৮-৮৯)
২৮শে ফেব্রুয়ারি , ২০১৯
[উদয় উমেশ ললিত ও ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা / কৃত্যক আইনঃ

নিয়োগ - অস্থায়ী হোক বা মূল পদের বিরুদ্ধে - বেতন সংশোধন - প্রত্যাখ্যান - নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিযুক্ত প্রভাষক/অধ্যাপকদের - পদগুলি অস্থায়ী ছিল এই কারণে - আপিলকারীদের অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত বলে গণ্য করার আদেশ/রেজোলিউশনকে বিরোধিতা করে রিট আবেদন - বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনের বিরোধিতা করার সময় বলেছে যে প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি একটি স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান এবং তাই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগুলি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় - হাইকোর্টের একক বিচারক আবেদনটি মঞ্জুর করেছেন - তবে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রিট আপিল মঞ্জুর করেছেন যে আপিলকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নন - রিট আপিলের আদেশকে বিরোধিতা করে পুনর্বিবেচনা আবেদন খারিজ করা হয়েছে - আপিলে, স্থির করা হয়েছে: মামলার তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীদের নিয়োগ অস্থায়ী ছিল না এবং তাদের মূল পদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হয়েছিল - বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রেও সঠিক ছিল না - সুতরাং, আপিলকারীদের বেতন সংশোধনের সুবিধা সম্প্রসারণের সুযোগ সীমিত করার কোনও কারণ ছিল না - মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮৫ - ধারা ২(৩০)।

আপিলের অনুমতি দেওয়া এবং এসএলপিগুলিকে পৃথক করে, আদালত

আদেশঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২৩৮৮-৮৯:

১.১) কোনও পর্যায়েই ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায় শিক্ষকদের পদগুলিকে চুক্তিভিত্তিক বা খণ্ডকালীন হিসাবে উল্লেখ বা বর্ণনা করা হয়নি। তাদের নিয়োগ আদেশে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যে নিয়োগগুলি চুক্তিভিত্তিক বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে ছিল। নিয়োগ আদেশে প্রকৃতপক্ষে বলা হয়েছিল যে নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধির বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। সমস্ত নথি দ্ব্যর্থহীনভাবে ইঙ্গিত দেয় যে

আপিলকারীদের নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক বা সীমিত সময়ের জন্য ছিল না। যখনই নিয়োগ সীমিত সময়ের জন্য বা চুক্তির ভিত্তিতে হওয়ার কথা ছিল, তখন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব বা প্রজ্ঞাপনে সর্বদা একটি স্পষ্ট শর্ত দেওয়া হত। নথিতে থাকা তথ্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীদের নিয়োগ স্থায়ী ভিত্তিতে হয়েছিল এবং নিয়মিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল। আপিলকারীরা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক যে তাদের নিয়োগগুলি চুক্তির ভিত্তিতে নয় বা সীমিত সময়ের জন্য ছিল। [অনুচ্ছেদ ৮] [৩৯৬-ডি-এইচ; ৩৯৭-এ]

১.২)বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ০৪.০৮.১৯৯৯ তারিখে জারি করা আদেশে কেরালা সরকারের বেতন সংশোধন, ১৯৯৭-এর সুবিধা অ-শিক্ষক (কারিগরি) কর্মীদের জন্য বর্ধিত করা হয়েছিল। কেরালা সরকার কর্তৃক ১৮.০৫.২০০০ তারিখে জারি করা আদেশে, রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে শিক্ষকদের জন্য সংশোধিত বেতন স্কেল বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এ.আই.সি.টি.ই.-এর সুপারিশ অনুসারে সংশোধনের মেয়াদ ০১.০১.১৯৯৬ থেকে বৃদ্ধি করার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষকদের জন্য একই রকম সুবিধা বর্ধিত করা হয়েছিল, তবুও সুবিধাগুলি সীমিত করা হয়েছিল এবং ০১.০১.১৯৯৬-এর পরিবর্তে ০১.০১.২০০১ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। কেন এই ধরনের সুবিধা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল তার কোনও কারণ নথিতে পাওয়া যায়নি এবং একমাত্র ব্যাখ্যা হল যে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে তিন বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তথ্য থেকে বোঝা যায় যে আপিলকারীদের নিয়োগ অস্থায়ী ছিল না এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তৈরি হওয়া গুরুত্বপূর্ণ পদের বিপরীতে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাই সুবিধা সম্প্রসারণের সুযোগ সীমিত করার কোনও কারণ ছিল না। এমনকি ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যক্ষ ১৮.০৪.২০০১ তারিখের চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে কলেজের শিক্ষকরা অস্থায়ী নন এবং অন্যথায় তারা কিছু আর্থিক সুবিধা সম্প্রসারণের অধিকারী হবেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পদক্ষেপ এবং অবস্থান এই ভিত্তিতে যে কারিগরি ও ফলিত বিজ্ঞান স্কুলের অধীনে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল একটি স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান যা সরকার/সর্বভারতীয় পরিষদ থেকে কোনও অনুদান পাচ্ছিল না এবং এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধির অধীনে তালিকাভুক্ত ২০টি বিভাগের অংশ ছিল না।

কারিগরি ও ফলিত বিজ্ঞান স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় বিশ্ববিদ্যালয় বা এর উপযুক্ত সংস্থাগুলি কর্তৃক একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই ধরণের স্কুল অফ কারিগরি ও ফলিত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে নথিতে কিছু নেই।বিশ্ববিদ্যালয়টি এ. আই. সি. টি. ই-৩১.০৫.০৯৯৬ তারিখে এর কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন পেয়েছিল এবং তারপরে এই পদগুলির বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না এবং দাবি করে যে স্কুল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের অধীনে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ৯] [৩৯৭-বি-আই]

১.৩)প্রতিটি পর্যায়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষদের অবস্থানকে সর্বদা স্থায়ী অনুষদ হিসাবে উল্লেখ করা হত এবং বর্ণনা করা হত। এ. আই. সি. টি. ই দ্বারা প্রস্তুত বিদ্যমান প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি প্রোফাইল যা একক বিচারক দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা খুব স্পষ্ট যে আপীলকারীদের স্থায়ী অনুষদের অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে অনুমান করা হয়েছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একই অনুষদকে চুক্তির ভিত্তিতে বা সীমিত সময়ের জন্য চিহ্নিত করা উচিত হবে না।এটিও একটি নথির বিষয় যে, ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবর্ষের বাজেটে স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আয় ও ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এইভাবে স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ছিল। [অনুচ্ছেদ ১০] ১৩৯৮-এ-সি]

১.৪) ডিভিশন বেঞ্চ বর্তমান বিষয়ে আপীলকারীদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার পরেও এবং ডিভিশন বেঞ্চের সামনে তাদের পর্যালোচনা বিচারাধীন থাকাকালীন, পৃথক পৃথক কার্যধারায়, একই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একই স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষকদের দ্বারা উত্থাপিত অনুরূপ বিরোধিতা গ্রহণ করেছিল এবং তার ০৭.১২.২০১৬ তারিখের আদেশ দ্বারা তাদের পক্ষে রায় দিয়েছিল। ০৭.১২.২০১৬ তারিখের আদেশটি এই আদালত এবং বিশেষ অনুমতিই আবেদন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১২] [৩৯৯-বি-সি]

২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নম্বর ৪২৫১-৪২৫২:

২)যেহেতু বিশেষ অনুমতির আবেদনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাখিল করা লিখিত আবেদনপত্রে দেখা যায় যে আবেদনকারীর নিয়োগ আদেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে এই নিয়োগ অস্থায়ী হবে, তাই

এই বিষয়টি পৃথক করা হলো এবং যথাযথ সময়ের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে এটি তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হলো। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৩৯৯-এফ]

দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানী আপিল নং ২৩৮৮-৮৯।

সঙ্গে

২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতির আবেদন (দেওয়ানি) নং ৪২৫৫-৪২৫৬।

কেরালার হাইকোর্টের এর্নাকুলাম, ২০১৪ সালের ৪৪২ নম্বর, ২০০৩ সালের ৩৮১৮ নম্বর ওপি এবং ২০১৬ সালের ১৫১ নম্বর আরপি, যথাক্রমে ২০.১১.২০১৫ এবং ২০.০৯.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

আর বসন্ত, সিদ্ধার্থ লুথরা, প্রবীণ আইনজীবী., সি. এন. শ্রী কুমার, শ্রীমতী প্রিয়া বালাকৃষ্ণন, অমিত শর্মা, শ্রীমতী সাক্ষী কক্কর, শক্তি সিং, করণ শর্মা, অরুণ মেওয়ার, কৃষ্ণ কুমার সিং, প্রিয়ুষ দ্বিবেদী, শ্রীমতী শ্রেয়ালি কানওয়ার, শ্রীমতী প্রসীনা এলিজাবেথ জোসেফ, জি প্রকাশ, জিষ্ণু এম. এল. এল., শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা প্রকাশ, শ্রীমতী বীনা প্রকাশ, আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলির জন্য।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেন

উদয় উমেশ ললিত, বিচারপতি

২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতির আবেদন (দেওয়ানি) নং ৪২৫১-৪২৫২

১) অনুমতি মঞ্জুর।

২) আপিলকারীরা কেরালা হাইকোর্টের এর্নাকুলাম ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং আদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন (i) ২০০৩ সালের মূল পিটিশন নং ৩৮১৮ থেকে উদ্ভূত ২০১৪ সালের রিট আপিল নং ৪৪২ এবং (ii) ২০১৪ সালের রিট আপিল নং ৪৪২ থেকে উদ্ভূত ২০১৬ সালের রিভিউ পিটিশন নং ১৫১ থেকে উদ্ভূত ২০.১১.২০১৫ তারিখে।

৩) আপীলকারীদের মতে, মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ('বিশ্ববিদ্যালয়', সংক্ষেপে) প্রস্তাব দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধির বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ. আই. সি. টি. ই.-তে মূল পদগুলির বিরুদ্ধে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল; এবং, এক বছরের চাকরি শেষ হওয়ার পরে, বিশ্ববিদ্যালয় আপীলকারীদের সন্তোষজনকভাবে তাদের প্রবেশন সম্পন্ন করেছে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আপীলকারীদের অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হিসাবে বর্ণনা করা সহ নিযুক্ত শিক্ষকদের বেতন সংশোধন বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করে। এর ফলে ২০০৩ সালের ও. পি. নং ৩৮১৮ দায়ের করা হয় যা হাইকোর্টের একক বিচারক দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিল বিভাগে ডিভিশন বেঞ্চ একক বিচারকের সিদ্ধান্ত বাতিল করে এবং পরে রিভিউ পিটিশনও খারিজ করে দেয়, যার ফলে বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে এই আপিলগুলি দায়ের করা হয়।

৪) সংক্ষেপে তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ

ক) ৩১.০৫.১৯৯৬ তারিখে এ.আই.সি.টি.ই.থেকে শর্তসাপেক্ষ অনুমোদন পাওয়ার পর, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ০৬.০৭.১৯৯৬ তারিখের তাদের সভায় কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে বি.টেক কোর্স শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। উক্ত বিষয়গুলিতে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের পদ তৈরির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। একই সাথে, জ্যামিতিক অঙ্কন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত এবং মানবিক বিষয়ের কিছু বিষয়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক/খণ্ডকালীন ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রস্তাবের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ ছিল:

"বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করার জন্য এ. আই. সি. টি. ই যোগ্যতার সঙ্গে এ. আই. সি. টি. ই বেতনের স্কেলে নিম্নলিখিত পদগুলি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ক্রমিক নং	পদ	সংখ্যা	বেতন কাঠামো (টাকা)
১	অধ্যাপক (নিম্নলিখিত শাখাগুলির মধ্যে যেকোনো একটিতে বিশেষজ্ঞতা সহ: ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং)	১	৪৫০০ - ৭৩০০/-
২	অধ্যাপক (ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতিটিতে একজন করে)	৩	৪৫০০ - ৭৩০০/-
৩	প্রভাষক (ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দুইজন, পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দুইজন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দুইজন)	৬	২২০০ - ৪০০০/-
৪	গণিতের প্রভাষক	১	২২০০ - ৪০০০/-
৫	ওয়ার্কশপ ফোরম্যান	১	১৬৪০ - ২৯০০/-
৬	ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর (প্রত্যেকটি পদে একজন করে: ফাউন্ড্রি, ফিটিং, কার্পেন্ট্রি, শীট মেটাল, মেশিন শপ)	৫	৯৭৫ - ১৬৬০/-
৭	ট্রেডসম্যান	৫	৮২৫ - ১২৫০/-

নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকদের চুক্তি/খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হবে।

১)জ্যামিতিক অঙ্কন

২)পদার্থবিজ্ঞান

৩)রসায়ন

৪) গণিত

৫)হিউম্যানিটিস। "

খ) তদনুসারে, উক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১০.০৭.১৯৯৬ পদে নিয়োগের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি আদেশ জারি করা হয়েছিল। এই আদেশে উপরে উল্লিখিত ৫টি বিষয়ের ক্ষেত্রে চুক্তি/খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের অধীনে শিক্ষক পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন আহ্বান করে ১৫.০৭.১৯৯৬-এ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে পদগুলির জন্য যোগ্যতা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে অনুরূপ পদের জন্য একই হবে এবং পদগুলি পূরণ করার সময় সংবিধানে নির্ধারিত সাম্প্রদায়িক সংরক্ষণ পালন করা হবে।এরপর অধ্যাপক ও প্রভাষক পদে নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন স্ক্রিনিং/স্ক্রুটিনিজিং কমিটি গঠনের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর ০৩.০৯.০৯৯৬ তারিখে কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়।

গ) ২৫.০৮.১৯৯৭-এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একটি আদেশ পাস করা হয়েছিল যা ০৫.০৮.১৯৯৭-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের বৈঠকে পাস হওয়া প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, থোডুপুজার জন্য শিক্ষক এবং 'অ-শিক্ষক (প্রযুক্তিগত) পদ তৈরির বিষয়ে নিম্নরূপঃ

"আদেশ

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ দ্বিতীয় ব্যাচের বি. টেক কোর্স শুরু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল অফ টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস-এর অধিকর্তা শিক্ষক ও কারিগরি কর্মীদের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যক্ষ কম্পিউটার সায়েন্স/ইলেকট্রনিক্স/পলিমার টেকনোলজি কোর্সে এ. আই. সি. টি. ই-র নিয়ম এবং বি. টেক-এর কাজের চাপ অনুযায়ী শিক্ষক ও কারিগরি পদ তৈরির প্রস্তাব রেখেছেন।

সিন্ডিকেট ০৫.০৮.১৯৯৭-এ স্থির করা বৈঠকে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, থোড়ুপুজার জন্য নিম্নলিখিত শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক (প্রযুক্তিগত) পদ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন কাঠামো (টাকা)
১	ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রভাষক	৪	২২০০ - ৪০০০
২	কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রভাষক	২	২২০০ - ৪০০০
৩	পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রভাষক	২	২২০০ - ৪০০০
৪	মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রভাষক	২	২২০০ - ৪০০০
৫	গণিতে প্রভাষক	১	২২০০ - ৪০০০
৬	কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রভাষক	১	২২০০ - ৪০০০

ক্রমিক নং	পদের নাম (অশিক্ষক পদ)	পদের সংখ্যা	বেতন কাঠামো (টাকা)
১	ওয়ার্কশপ ইন্সট্রাক্টর গ্রেড-II ইলেকট্রনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	১	১৪০০ - ২৩০০
২	ওয়ার্কশপ ইন্সট্রাক্টর গ্রেড-II কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং	১	১৪০০ - ২৩০০
৩	ল্যাব ইন্সট্রাক্টর গ্রেড-II পলিমার ইঞ্জিনিয়ারিং	১	১৪০০ - ২৩০০
৪	ওয়ার্কশপ ইন্সট্রাক্টর গ্রেড-II মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১	১৪০০ - ২৩০০
৫	ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট/ট্রেডসম্যান কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১	৮২৫ - ১২৫০

উপরের সমস্ত পদের ব্যয় স্কুল অফ টেকনোলজি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেসের অধীনে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, থোডুপুজার স্ব-উত্পন্ন তহবিল থেকে মেটানো হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে উপরোক্ত শিক্ষক পদগুলি তিনটি কেন্দ্র এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, থোডুপুজার মধ্যে আন্তঃ-হস্তান্তরযোগ্য।

আদেশগুলি সেই অনুযায়ী জারি করা হয়।"

ঘ) কিছু আবেদনকারীকে ১৫.০৭.১৯৯৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত নির্বাচন অনুসারে প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল, আবার কিছু ০৫.০৮.১৯৯৭ তারিখের রেজোলিউশনের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি অতিরিক্ত পদের বিপরীতে নির্বাচিত করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আপীলকারী নং-১ এর ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ১৭.১২.১৯৯৭ তারিখের আদেশের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ ছিলঃ

"আদেশ

থোদুপুঝার ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ নিম্নলিখিত নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

শ্রী. এম. এ. আব্দুল হাকিম

মঞ্জিলুল করম

থালান্ডু পি. ও.

ইরাট্টুপেট্টা-৬৮৬ ৫৮০

উপরে পড়া ইউ.ও.-এর মাধ্যমে তৈরি করা প্রভাষক পদগুলির মধ্যে একটির বিপরীতে ২৬.১১.৯৭ ফরাসি নং অনুযায়ী ২২০০-৪০০০ টাকা বেতন স্কেলে ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়া হচ্ছে।

উপরের নিয়োগটি মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাচু ১৯৯১-এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় আদেশগুলি সেই অনুযায়ী জারি করা হয়।"

ঙ) ১০.০৩.১৯৯৮ তারিখে, বিশ্ববিদ্যালয় আরেকটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তি ও ফলিত বিজ্ঞান স্কুলের অধীনে শিক্ষকতা/কারিগরি পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। পদগুলি প্রযুক্তি ও ফলিত বিজ্ঞান স্কুলের চারটি ইউনিটের মধ্যে স্থানান্তরযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছিল, যেমন: ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, থোদুপুঝা, এডাপ্পালি, মান্নানম এবং পাঠানমথিট্টায় অবস্থিত আঞ্চলিক কেন্দ্র অফ টেকনোলজি ও ফলিত বিজ্ঞান স্কুল।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্সের প্রভাষকদের পদ ছিল। এছাড়াও, গণিতে প্রভাষকদের তিনটি পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছিল যা তিন বছরের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ছিল কিন্তু স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদনের পরে, প্রভাষক পদের জন্য প্রাপ্ত আবেদনগুলি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করার জন্য একটি স্ক্রিনিং কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। আপিলকারী ২ এবং ৪ যথাক্রমে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রভাষক হিসাবে গৃহীত বাছাই প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছিল।এরপরে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৬.০৬.১৯৯৯-এ আপিলকারী ১ এবং ৫-এর বিষয়ে আদেশ জারি করা হয়েছিল যে তারা ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রভাষক হিসাবে সন্তোষজনকভাবে প্রবেশন বাতিল করেছে।

চ) ০৪.০৮.১৯৯৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারি করা এক আদেশের অধীনে, অ-শিক্ষক (কারিগরি) কর্মীদের জন্য ১৯৯৭ সালের কেরালা সরকারের বেতন সংশোধনের সুবিধা আপিলকারীদের সাথে নিযুক্তদের জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল। ১৮.০৫.২০০০ তারিখে কেরালা সরকার ০১.০১.১৯৯৬ তারিখ থেকে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে শিক্ষকদের জন্য সংশোধিত বেতন স্কেল বাস্তবায়নের জন্য একটি আদেশ জারি করে, যা এ.আই.সি.টি.ই.দ্বারা সুপারিশকৃত এবং ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে। এরপর ২৩.০৩.২০০১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক সহ শিক্ষকদের জন্য ইউ.জি.সি./এ.আই.সি.টি.ই.বেতন সংশোধন বাস্তবায়নের জন্য একটি আদেশ জারি করা হয়। তবে, এই বেতন সংশোধনগুলি ০১.০১.১৯৯৬ থেকে কার্যকর করার পরিবর্তে, ০১.০১.২০০১ থেকে কার্যকর করা হয়। এই আদেশে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষকদের "৩ বা তার বেশি বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত" হিসাবে আরও বর্ণনা করা হয়েছে।

ছ) এর পরপরই ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে ১৮.০৪.২০০১-এ জানান যে, কলেজে নিযুক্ত শিক্ষকরা অস্থায়ী নন এবং তাঁদের নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশটি ছিল নিম্নরূপঃ

"উপরে উল্লেখিত জি.ও. অনুসারে, রেফারেন্স (২) হিসেবে রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকদের জন্য সংশোধিত এ.আই.সি.টি.ই.স্কেল ১.১.১৯৯৬ থেকে কার্যকর করা হচ্ছে। উপরে উল্লেখিত ইউ.ও.-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, থোদুপুঝার ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষকদের জন্য এ.আই.সি.টি.ই.বেতন সংশোধন কার্যকর করা হচ্ছে, যাদের অস্থায়ীভাবে তিন বা ততোধিক বছরের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে, যা ০১.০১.২০০১ থেকে কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য যে, কলেজের শিক্ষকরা অস্থায়ী নন এবং তাদের নিয়োগ আদেশে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের নিয়োগ মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯১/১৯৯৭ সালের আইন অনুসারে পরিচালিত হয়। তাই উপরে উল্লিখিত ইউ.ও.-এর ভিত্তিতে ইউ.সি.ই.টি-তে এ.আই.সি.টি.ই-এর সংশোধিত বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা যাবে না। তাই শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্ব অনুকূলভাবে বিবেচনা করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।"

জ) আপিলকারীরা ০১.০৬.২০০১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে আবেদন করেন এবং এরপর ০৬.০৫.২০০২ তারিখে আরেকটি আবেদন করেন যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষক এবং ০১.০১.১৯৯৬ সাল থেকে এ.আই.সি.টি.ই. বেতন সংশোধনের অধিকারী। এরপর আপিলকারীরা ২০০৩ সালের ও.পি. (সি) নং ৩৮১৮ অনুযায়ী ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে ২৩.০৩.২০০১ তারিখের আদেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেন। আপিলকারীদের সাময়িকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে গণ্য করা হয়।

ঝ)আবেদনের বিরোধিতা করার সময়, বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পর্যায়ে চারটি হলফনামা দাখিল করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গৃহীত অবস্থান ছিল যে, টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস স্কুলের অধীনে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং একটি স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান; স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার/অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল থেকে কোনও অনুদান পাওয়া যায়নি; শুধুমাত্র স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আয় শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের অবকাঠামো এবং পারিশ্রমিকের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধির অধীনে তালিকাভুক্ত ২০টি বিভাগ ছিল এবং স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলি এর অংশ ছিল না। আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মীদের জন্য কোনও পরিষেবার শর্তাবলী প্রণয়ন করা হয়নি এবং সংবিধিগুলি কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে দাখিল করা হলফনামায়, অনুচ্ছেদ ১৯-এ নিম্নরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছিল:-

"১৯) ১৯৮৫ সালের মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় আইনে "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক" সংজ্ঞা ধারাটি বলতে কেবল মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধি ১৯৯৭ এর ৪২ নম্বর অধ্যায়ের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত বিভাগের শিক্ষকদের বোঝায়। এটিকে স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হিসাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সংবিধিতে অন্তর্ভুক্ত নয়।

এটি লক্ষণীয় যে আইন প্রণয়নের সময়, কেরালা সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলি শুরু করেনি। রাজ্য আইনসভা ১৯৮৫ সালের আইন সংশোধন করেছে (১৯৯৫ সালের ৯ নম্বর আইন অনুসারে) এবং অনুদানবিহীন কলেজগুলির ক্ষেত্রে কিছু বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।"

২০১১ সালের নভেম্বরে দাখিল করা হলফনামায়, বিশ্ববিদ্যালয় দাবি করে যে, ৫.০৮.১৯৯৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধিবদ্ধ অর্থ কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায়, বাজেট প্রাক্কলন অনুমোদনের সময়, একটি অতিরিক্ত বিষয়ও বিবেচনা করা হয়েছিল, যা থোদুপুঝার ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ শিক্ষক/অশিক্ষক পদ সৃষ্টি সম্পর্কিত ছিল। উক্ত সভায়, তিন বছরের জন্য উক্ত পদ সৃষ্টির সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে, ২৫.০৮.১৯৯৭ তারিখের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাস করা আদেশে এই প্রস্তাবটি উল্লেখ করা হয়নি এবং ৫.০৮.১৯৯৭ তারিখে পাস হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের প্রস্তাবটি উল্লেখ করা হয়েছিল।

ঞ) কেরালা রাজ্যের উত্তরে হলফনামায় বলা হয়েছে যে, "বেতন সংশোধনের বিষয়ে জারি করা সরকারি আদেশ স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা প্রযোজ্য ছিল না; এই ধরনের স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য কোনও নির্দেশ জারি করেনি এবং কর্মীদের পরিচালনা ও নির্ধারণের উপর সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

ট) হাইকোর্টের একক বিচারক ০৮.০১.২০১৪ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে উপরোক্ত রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেন। এটি বলা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধিতে কেবল নিয়মিত নিয়োগের কথা বিবেচনা করা হয়; এবং যখনই কোনও নিয়োগ অস্থায়ী হওয়ার কথা ছিল তখন বিজ্ঞপ্তিগুলিতে সেই পক্ষে নির্দিষ্ট উল্লেখ করা হয়েছিল, যেখানে ১৫.০৭.১৯৯৬ এবং ১০.০৩.১৯৯৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বিজ্ঞপ্তিতে বিজ্ঞাপিত সমস্ত শূন্যপদ অস্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়নি। একক বিচারক প্রদর্শনী পি- ২৬ উল্লেখ করেছেন যা আপিলকারীদের সহ অনুষদের বিষয়ে এ.আই.সি.টি.ই.দ্বারা প্রস্তুত বিদ্যমান কারিগরি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি প্রোফাইলের অনুলিপি ছিল: -

"১৩)প্রদর্শক পি২৬ হল বিদ্যমান অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতি প্রোফাইলের অনুলিপি। এটি এআইসিটিই দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রদর্শনী পি ২৬-এ সংযুক্তি-২ রয়েছে, যা শিক্ষাদান অনুষদের বিবরণ দেয়। সেখানে, সমস্ত আবেদনকারীকে স্থায়ী অনুষদ হিসাবে দেখানো হয়েছিল। এর অর্থ হল যে এআইসিটিই-এর সাথে সংযুক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে, বিবাদী বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনকারীদের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে উপস্থাপন করেছে।"

রিট পিটিশনের অনুমতি দিয়ে একক বিচারক নির্দেশ দিয়েছেনঃ-

"এতদ্বারা ঘোষণা করা হয় যে আবেদনকারীরা নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত হন বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য পদগুলির বিপরীতে। এটা বলার দরকার নেই যে আবেদনকারীরা পরবর্তী বেতন পুনর্বিবেচনার সুবিধাও পাবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তিন মাসের মধ্যে আপীলকারীদের বেতন বি পুনর্বিবেচনার সুবিধা বাড়ানোর আনুষ্ঠানিক আদেশ জারি করবে।"

ঠ) একক বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি ২০১৪ সালের রিট আপিল নং ৪৪২ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে দায়ের করে। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, ০১.০২.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে জারি করা নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্ববিদ্যালয় তার আর্থিক বছরের ২০১৫-২০১৬ বাজেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলির আয় ও ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। পরবর্তী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরেও একই অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল।

ড) ২০.১১.২০১৫ তারিখে ডিভিশন বেঞ্চ রিট আপিল মঞ্জুর করে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আপিলকারীরা মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮৫ এর ধারা ২(৩০) এর অর্থ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না; তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালার তৃতীয় অধ্যায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন এবং স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পূর্ণ ব্যয় মেটানোর জন্য তহবিলের উৎস হল শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ফি থেকে এই ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা উৎপাদিত তহবিল। ডিভিশন বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ করেছে যে, আপিলকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে এই বিবৃতি আপিলকারীদের উপর কোনও সুবিধা প্রদান করবে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমানভাবে আপিলকারীদের সাথে আচরণ করতে বাধ্য করা যাবে না। তবে ডিভিশন বেঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীর বক্তব্য নথিভুক্ত করেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ০১.০১.১৯৯৬ থেকে আপিলকারীদের বেতন সংশোধনের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।

ঢ) আপিলকারীরা ২০.১১.২০১৫ তারিখের উপরোক্ত আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ২০১৬ সালের ১৫১ নম্বর পুনর্বিবেচনা আবেদন দাখিল করেন। এই রিভিউ পিটিশনের বিচারাধীন থাকাকালীন, একই স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষকদের হাইকোর্টের একক বিচারকের ত্রাণ প্রদানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিরোধিতা মোকাবেলা করার সময়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ২০১১ সালের ৭২৭ নম্বর রিট আপিল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৭.১২.২০১৬ তারিখে খারিজ করে দেয়। পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে:-

১৯)বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত ঘটনা হলো, স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলির একটি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এই ধরণের বিজ্ঞাপনের প্রথমটি ছিল ২০.১২.১৯৯৩ তারিখের ডাব্লিউ.এ.৭২৭/১১-এ প্রদর্শনী-পি-১ এবং এরপর আরও বেশ কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রদর্শনী-পি-১ -তে, অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞপ্তির মতো, প্রার্থীদের সন্তুষ্ট করার জন্য যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, যোগ্য আবেদনকারীদের বিবেচনা করা হয়েছিল এবং একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয়েছিল, যার ফলে ইতিমধ্যেই প্রদরসনি-.পি-২২(ক) এবং (খ) হিসাবে উল্লেখ করা নির্বাচিত তালিকা তৈরি হয়েছিল। সিন্ডিকেট নির্বাচিত তালিকা অনুমোদন করে এবং প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। এই ভিত্তিতেই ডাব্লিউ.এ.৭২৭/১১-এর প্রথম বিবাদীকে ২১.০৪.১৯৯৫ তারিখের পরিশিষ্ট-। আদেশ দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল। অন্যান্য রিট আপিলের প্রতিদ্বন্দ্বী বিবাদী এবং ডাব্লিউ.পি.(সি)২১৪৮/১১-এর আবেদনকারীরাও চাকরিতে প্রবেশ করেছিলেন।"

ণ) ২০১১ সালের ৭২৭ নং রিট আপিল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতির আবেদনে (২০১৭ সালের ডায়েরি নং ১০৯৭৪ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) ০৭.১২.২০১৬ তারিখের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিরোধিতা জানানো হয়েছে, যা এই আদালত ০৩.০৭.২০১৭ তারিখে খারিজ করে দিয়েছে।

ত) ২০১৬ সালের পুনর্বিবেচনা আবেদন নং ১৫১ পরে বিবেচনার জন্য নেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্ট হস্তক্ষেপের আহ্বান জানিয়ে কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি এবং পুনর্বিবেচনা আবেদনটি ২০.০৯.২০১৭ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

৫)আপিলকারীরা, ক্ষুব্ধ হয়ে উপরোক্ত রায় এবং ২০.১১.২০১৫ এবং ২০.০৯.২০১৭-এর উপর ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সঠিকতাকে বিরোধিতা করছেন। এই আদালতে দায়ের করা উত্তরে হলফনামায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত অবস্থান নিম্নরূপঃ

"এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে কেবলমাত্র কিছু বিধান প্রযোজ্য হওয়ার কারণে, এর অর্থ এই নয় যে আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত/স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন। স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বজায় রাখার জন্য সেই বিধানগুলি প্রযোজ্য করা হয়েছে কারণ সেই সময়ে স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিচালনা করার কোনও নিয়ম ও বিধিমালা ছিল না। যে পদের বিরুদ্ধে আপীলকারীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, সেই পদটি ছিল যেটির বিরুদ্ধে আপীলকারীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, সেই পদটি ছিল" স্কুল অফ টেকনোলজি অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সেস "-এর অধীনে যা স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, সেই পদগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির, কারণ এগুলি সরকারের সম্মতি পাওয়ার পরে তৈরি করা হয় না।

যা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবশ্যক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অনুমোদিত স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না যে স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য নিযুক্ত শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক।"

৬)আমরা আপিলকারীদের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনকারী বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী ডঃ গোপাকুমারন নায়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিঞ্জ প্রবিন আইনজীবীশ্রী সিদ্ধার্থ লুথ্রা এবং কেরালা রাজ্যের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীশ্রী জি. প্রকাশের বক্তব্য শুনেছি। আপিলকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তাদের নিয়োগগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পাসের পরে তৈরি করা মূল পদগুলির বিরুদ্ধে ছিল; এবং কোনও পর্যায়েই আপিলকারীদের জানানো হয়নি যে তাদের নিয়োগগুলি অস্থায়ী সময়ের জন্য। ২০১১ সালের ৭২৭ নং রিট আপিলের হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছিল - এই আদালত কর্তৃক এই সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত করা হয়েছিল, যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হয়েছিল। অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয় তার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে যা এই আদালতে দাখিল করা জবাব সহ সর্বত্র ধারাবাহিকভাবে গৃহীত হয়েছিল। তবে, ২০১১ সালের ৭২৭ নং রিট আপিলের সিদ্ধান্ত এবং এই দুটি সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। আপিলকারীদের পক্ষ থেকে দায়ের করা লিখিত আবেদনে, হাইকোর্টে উন্নীত আবেদনগুলি পুনর্ব্যক্ত করার পাশাপাশি, ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য এ.আই.সি.টি.ই. কর্তৃক অনুমোদিত অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জমা দেওয়া নথিও নথিতে রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক লিখিত আবেদনগুলিও জমা দেওয়া হয়েছে যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ২২.১২.১৯৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভার কার্যবিবরণী নথিতে রাখা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে স্ব-অর্থায়ন স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কার্যবিবরণী অনুসারে, স্ব-অর্থায়ন প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি স্কুলকে একটি কার্যকর ইউনিট হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

৭)উপরোক্ত তথ্যের পটভূমিতে, তাৎক্ষণিক বস্তুটিকে মোটামুটিভাবে চারটি বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারেঃ-

ক) ২৩.০৩.২০০১ তারিখের আদেশের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত অবস্থান, যার অধীনে শিক্ষকদের বেতন সংশোধন ০১.০১.১৯৯৬ সালের পরিবর্তে ০১.০১.২০০১ তারিখ থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং যা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষকদের "তিন বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োগ" হিসাবে বর্ণনা করেছিল,

খ) ২৩.০৩.২০০১ তারিখের আদেশে গৃহীত অবস্থানের প্রভাব।

গ) এ. আই. সি. টি. ই-এর মতো কর্তৃপক্ষের সামনে এবং পরে বাজেট প্রস্তাব জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবস্থান, এবং

ঘ) একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে দুটি ডিভিশন বেঞ্চের পারস্পরিক অসঙ্গতিপূর্ণ মতামত।

৮)নথিতে থাকা প্রথম নথিটি হল ০৬.০৭.১৯৯৬ তারিখের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত, যার অধীনে বি.টেক কোর্স শুরু করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষকের পদ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন শাখায় অধ্যাপক এবং প্রভাষকের পদগুলি কোনও যোগ্যতা ছাড়াই ছিল, যেখানে একই সিদ্ধান্তে, জ্যামিতিক অঙ্কন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত এবং মানবিকের মতো নির্দিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকের পদ চুক্তিভিত্তিক বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে পূরণ করা হবে। ১০.০৭.১৯৯৬ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারি করা আদেশটি ০৬.০৭.১৯৯৬ তারিখের সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এরপর জারি করা বিজ্ঞপ্তিটি শিক্ষক পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারি করা আদেশের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। নির্বাচনের জন্য স্ক্রিনিং বা যাচাই-বাছাই কমিটি গঠনের জন্য উপাচার্য কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনও একই মনোভাব ছিল। সুতরাং, কোনও পর্যায়েই ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার শিক্ষকদের পদগুলিকে চুক্তিভিত্তিক বা খণ্ডকালীন হিসাবে উল্লেখ বা বর্ণনা করা হয়নি। ৫.০৮.১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির জন্য গৃহীত প্রস্তাবেও একই চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত ২৫.০৮.১৯৯৭ তারিখের আদেশটি আবার ৫.০৮.১৯৯৭ তারিখের সিন্ডিকেট কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিফলন ছিল। আপিলকারীদের ১৫.০৭.১৯৯৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি বা ৫.০৮.১৯৯৭ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন অনুসারে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাদের নিয়োগ আদেশে এমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি যে নিয়োগগুলি চুক্তিভিত্তিক বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে ছিল। প্রকৃতপক্ষে নিয়োগ আদেশে বলা হয়েছিল যে নিয়োগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে। পরবর্তী ১০.০৩.১৯৯৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে আরও অতিরিক্ত পদের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। এই সমস্ত নথি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীদের নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক বা সীমিত সময়ের জন্য ছিল না। যখনই সীমিত সময়ের জন্য বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের কথা ছিল, তখন সংশ্লিষ্ট রেজোলিউশন বা বিজ্ঞপ্তিতে সর্বদা একটি স্পষ্ট শর্ত দেওয়া হয়েছিল। নথিতে থাকা তথ্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীদের নিয়োগ স্থায়ী ভিত্তিতে ছিল এবং তাদের নিয়মিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল।

আপিলকারীরা ঠিকই বলেছেন যে তাদের নিয়োগ চুক্তিভিত্তিক বা সীমিত সময়ের জন্য নয়, বরং বাস্তব ভিত্তিতে হয়েছিল। অতএব, প্রথম অংশের তথ্যগুলি অবশ্যই আপিলকারীদের পক্ষে।

৯)বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ০৪.০৮.১৯৯৯ তারিখে জারি করা আদেশে কেরালা সরকারের বেতন সংশোধন, ১৯৯৭ এর সুবিধা অ-শিক্ষক (কারিগরি) কর্মীদের জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল। রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে শিক্ষকদের জন্য সংশোধিত বেতন স্কেল বাস্তবায়নের জন্য কেরালা সরকার কর্তৃক ১৮.০৫.২০০০ তারিখে জারি করা আদেশে ভারত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এ.আই.সি.টি.ই.-এর সুপারিশ অনুসারে সংশোধনের মেয়াদ ০১.০১.১৯৯৬ থেকে বৃদ্ধি করার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষকদের জন্য একই রকম সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল, তবুও সুবিধাগুলি সীমিত করা হয়েছিল এবং ০১.০১.১৯৯৬ সালের পরিবর্তে ০১.০১.২০০১ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল। কেন এই ধরনের সুবিধা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল তার কোনও কারণ নথিতে পাওয়া যায় না এবং একমাত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষকদের অস্থায়ীভাবে তিন বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রথম অংশের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে আপিলকারীদের নিয়োগ অস্থায়ী ছিল না এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ পদের বিপরীতে তাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাই সুবিধা সম্প্রসারণের সুযোগ সীমিত করার কোনও কারণ ছিল না। এমনকি ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যক্ষ ১৮.০৪.২০০১ তারিখের চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যে কলেজের শিক্ষকরা অস্থায়ী নন এবং অন্যথায় তারা কিছু আর্থিক সুবিধা সম্প্রসারণের অধিকারী হবেন। এই বিষয়ে তাঁর চিঠিটি বেশ স্পষ্ট। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এবং অবস্থান এই ভিত্তিতে যে স্কুল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের অধীনে ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং একটি স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান ছিল যা সরকার/অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল থেকে কোনও অনুদান পাচ্ছিল না এবং এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধির অধীনে তালিকাভুক্ত ২০টি বিভাগের অংশ ছিল না। নথিতে এমন কিছু নেই যা ইঙ্গিত করে যে যখন স্কুল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয় বা এর উপযুক্ত সংস্থাগুলি এই ধরণের স্কুল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসকে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনও সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি ৩১.০৫.১৯৯৬ তারিখে এ.আই.সি.টি.ই. থেকে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন লাভ করে এবং এরপর উক্ত পদের বিপরীতে পদ সৃষ্টি এবং শিক্ষক নিয়োগের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না এবং স্কুল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের অধীনে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ হিসেবে দাবি করতে পারে না।

১০)এবার আমরা তৃতীয় বিভাগে চলে আসি। এটা লক্ষণীয় যে, ২০০১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এই ধরনের অবস্থান গ্রহণের পরেও, এ.আই.সি.টি.ই.-এর সাথে যোগাযোগের সময়, প্রতিটি পর্যায়ে উক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অনুষদের পদকে সর্বদা স্থায়ী অনুষদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বর্ণনা করা হয়েছে। এ.আই.সি.টি.ই. কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিদ্যমান কারিগরি প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির প্রোফাইল, যা একক বিচারক উল্লেখ করেছেন, তা খুবই স্পষ্ট যে আপিলকারীদের স্থায়ী অনুষদের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একই অনুষদকে চুক্তিভিত্তিক বা সীমিত সময়ের জন্য চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। এটিও রেকর্ডের বিষয় যে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেটের সময়, স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আয় এবং ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং এইভাবে স্ব-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ছিল।

১১)এই তিনটি বিভাগে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা কেবল এই দিকেই ইঙ্গিত করে যে আপিলকারীদের গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সর্বদা স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। কোনও পর্যায়েই কোনও প্রস্তাবের মাধ্যমে বা কোনও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের জানানো হয়নি যে তাদের নিয়োগ অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত অবস্থানকে সমর্থন করে এমন একমাত্র দলিল হল ০৫.০৮.১৯৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধিবদ্ধ অর্থ কমিটির প্রস্তাব। এই প্রস্তাবটি কেবল ২০১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলফনামার মাধ্যমে রেকর্ডে আনা হয়েছিল। এই প্রস্তাব অনুসারে, বাজেট প্রাক্কলন অনুমোদনের সময় বিষয়টিকে এজেন্ডায় একটি অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে নেওয়া হয়েছিল এবং কমিটি "তিন বছরের জন্য" পদগুলি তৈরি করার সুপারিশ করেছিল। হাস্যকরভাবে, একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য শিক্ষকতা এবং অ-শিক্ষণ (কারিগরি) পদ তৈরির বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছিল। ২৫.০৮.১৯৯৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত আদেশে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা হয়েছে, সংবিধিবদ্ধ অর্থ কমিটির সিদ্ধান্ত নয়। ২৫.০৮.১৯৯৭ তারিখের আদেশটিও পদগুলিকে তিন বছরের জন্য সীমাবদ্ধ রাখার যোগ্যতা প্রদান করেনি। একইভাবে, লিখিত দাখিলের মাধ্যমে রেকর্ডে রাখা নথি, অর্থাৎ ২২.১২.১৯৯৫ তারিখের সভায় পাস হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তের আবার কোনও প্রভাব থাকবে না। এটি তখনও গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত ছিল যখন এ.আই.সি.টি.ই.নুমোদন এখনও মঞ্জুর করা হয়নি। বিবেচনা করার মতো বিষয় হল অনুমোদনের পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ, পদ তৈরির সময়,

সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল এবং পৃথকভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপগুলি কর্মসংস্থানের শর্তাবলীর ক্ষেত্রে কোনও যোগ্যতা বা সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে না। অতএব, আমরা নথিতে এমন কিছু খুঁজে পাই না যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত অবস্থানকে প্রমাণ করতে পারে।

১২)পরিশেষে, আমাদের এই বিষয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে হবে যে, ডিভিশন বেঞ্চ বর্তমান বিষয়ে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার পর এবং ডিভিশন বেঞ্চের সামনে তাদের পর্যালোচনা বিচারাধীন থাকাকালীন, পৃথকভাবে পরিচালিত কার্যক্রমে, একই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একই স্ব-অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের আরও কিছু শিক্ষকের উত্থাপিত একই বিরোধিতা গ্রহণ করে এবং ০৭.১২.২০১৬ তারিখের আদেশে তাদের পক্ষে রায় দেয়। ০৭.১২.২০১৬ তারিখের আদেশ এই আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি খারিজ করে দেওয়া হয়। আমরা কেবল এই বিষয়ের উপর অগ্রসর হইনি যে ০৭.১২.২০১৬ তারিখের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্ত এই আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর, এই বিষয়ে আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। আমরা সম্পূর্ণ নথিটি পর্যালোচনা করেছি, যা আমাদের দৃষ্টিতে আপিলকারীদের দিকনির্দেশনা এবং তাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নির্দেশ করে। অতএব, আপিলকারীদের যুক্তি গ্রহণে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।

১৩) অতএব, আমরা এই আপিলগুলিকে আপিলের অধীনে থাকা রায় এবং আদেশগুলিকে বাতিল করার অনুমতি দিচ্ছি এবং ২০০৩ সালের ও.পি. (দেওয়ানী) নং ৩৮১৮-তে একক বিচারকের ০৮.০১.২০১৪ তারিখের আদেশটি পুনরুদ্ধার করছি।

১৪) কোন খরচ নেই।

২০১৮ সালের বিশেষ অনুমতির আবেদন (দেওয়ানী) নং ৪২৫৫-৪২৫৬

(জ্যাকব কে ড্যানিয়েল বনাম মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিয়দর্শিনী হিলস ও আরেকজন)

যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ের করা লিখিত জমা দেওয়া তথ্য দেখায় যে আবেদনকারীর নিয়োগ আদেশে স্পষ্টভাবে নিয়োগটি অস্থায়ী বলে নির্ধারিত ছিল, তাই আমরা এই বিষয়টি আলাদা করে দিচ্ছি এবং নির্দেশ দিচ্ছি যে এটি যথাসময়ে উপযুক্ত আদালতে তালিকাভুক্ত করা হবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি

আপিল অনুমোদিত এবং তালিকাভুক্তির জন্য আবেদনপত্র পৃথক করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal